ফসলের নাম	:	চীনাবাদাম
জাতের নাম	:	**বারি চীনাবাদাম-১১**
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	প্রায় প্রতিটি বাদামে ৩-৪ টি বীজ থাকে এবং বীজের রং লালচে। বাদামের আকার বড় এবং ১০০ বাদামের (খোসা ছাড়া) ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে ১০৮-১১২ দিন। বাদামের খোসা মসৃণ এবং সাদাটে ও লম্বা। গাছের উচ্চতা রবি মৌসুমে ৯০-৯৫ সেমি. এবং খরিপ মৌসুমে ১০২-১১০ সেমি.। পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং কান্ডের রং গাঢ় লালচে। প্রতি গাছে বাদামের সংখ্যা ১৭-২০ টি। শতকরা সেলিং হার ৭০-৭২ ভাগ। বাদামগুলি ঢাকা-১ জাতের মত থোকায় থোকায় জন্মে।
উপযোগী এলাকা	:	দেশের সর্বত্র বেলে ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে বাদামের চাষ করা যায়। তবে পঞ্চগড়, রংপুর, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলায় ব্যাপক এলাকায় চাষাবাদ করা হয়।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: রবি মৌসুমে কার্তিক-অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর), খরিপ-১ মৌসুমে ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) ও খরিপ-২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট) মাসে বপন করার উপযুক্ত সময়। সংগ্রহের সময়: চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ বাদাম যখন পরিপক্ক হয় তখন ফসল উঠানোর সঠিক সময়। এ সময় গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে এবং ঝরে যায়। বাদামের খোসার শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভেতরে কালচে বর্ণের দাগ দেখা যায়, স্পঞ্জি ভাব দূর হয়ে যায়।
ছবিসহ রোগবালাই	:	পাতার দাগ রোগ; কান্ড পঁচা রোগ; রাষ্ট বা মরিচা রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	পাতার দাগ রোগ দমনে বেভিষ্টিন (১ গ্রাম হারে)/কন্টাফ (০.৫ মিলি হারে) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটাতে হবে। রাষ্ট বা মরিচা রোগ দমনে টিল্ট/কন্টাফ প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি. হারে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটাতে হবে। কান্ড পঁচা রোগ প্রতিরোধে বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাকনাশক দিয়ে ২.৫ গ্রাম/কেজি বীজ শোধনের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

ছবিসহ পোকামাকড়	:	জ্যাসিড বা লিফ হপার পাতা মোড়ানো পোকা বিছা পোকা
পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	জ্যাসিড বা লিফ হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বায়োনিম ০.৩ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি. পরিমাণ মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর ৩-৪ বার ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়। এছাড়াও ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়। বিছাপোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা দেখা দিলে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি. হারে মিশিয়ে ছিটাতে হবে অথবা ডায়জিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি. ১৫ দিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।
সার ব্যবস্থাপনা	:	প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া ২০-৩০ কেজি, টিএসপি ১৫০-১৬০ কেজি, এমওপি ৮০-৯০ কেজি, জিপসাম ২৮০-৩০০ কেজি, জিংক সালফেট ৪-৫ কেজি এবং বরিক এসিড ৯-১১ কেজি রাসায়নিক সারসমূহের সাথে পঁচা গোবর অথবা কম্পোস্ট ২০ টন হারে জমিতে প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। সমস্ত জৈব ও অজৈব সার ছিটিয়ে শেষ চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করে বীজ বপন করা উচিত।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	বীজের ফলন প্রতি হেক্টরে ২০০০-২২০০ কেজি।